312336 - কুরআনরে সাথে সম্পৃক্তরে মর্যাদা

প্রশ্ন

এই কথাটরি সঠকিতা কতটুকু? কোন সলফে সালহেীন কি এ কথাটি বলছেনে? “কুরআনে আযীম মক্কাতে নাযলি হওয়ায় মক্কা হল সর্বাধকি সম্মানতি নগরী। রমযান মাসে নাযলি হওয়ায় রমযান হল সর্বোত্তম মাস। লাইলাতুল ক্বদরে নাযলি হওয়ায় সইে রাত হল হাজার মাসরে চয়েে উত্তম। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর নাযলি হওয়ায় তনিি হলনে নবীদরে নতো। কুরআন নয়িে জব্রিাইল আলাইহসি সালাম নাযলি হওয়ায় তনিি হলনে ফরেশেতাদরে সর্দার। আসলইে কুরআন কি ইনাদরে মর্যাদার কারণ?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনকে নানাবধি গুণে উল্লখে করছেনে। যমেন كتاب عزيز (সম্মানতি কতিাব)। তনিি বলনে: ‘যারা তাদরে কাছে উপদশে *(কুরআন)* আসার পর তা অবশ্বিাস করছে *(তারা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করব*ে*);* এ তো এক সম্মানতি গ্রন্থ। এতে মথি্যা আসতে পারে না, না তার সামনে থকেে এবং না তার পছেন থকেে *(*অর্থাৎ কোন দকি থকেে*)।* এটা এক প্রজ্ঞাময়, প্রশংসতি সত্তার *(*আল্লাহ্র*)* পক্ষ থকেে অবতীর্ণ*।’*[সূরা হামীম আস-সাজদাহ; ৪১:৪১-৪২]

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (গৌরবময় কুরআনরে শপথ)[সূরা ক্বাফ, আয়াত:১]

আরও অন্য অনকে গুণবাচক বশৈষ্ট্যি।

যে ব্যক্তি কুরআনকে ধারণ করবে নঃিসন্দহেে সে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করব; কুরআনকে ধারণ করার কারণে। হাদসিে এসছেে আমরে বনি ওয়াছলিা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য,ে নাফে’ বনি আব্দুল হারছি (রাঃ) ‘উসফান’ নামক স্থানে উমর (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলনে। উমর (রাঃ) তাকে মক্কার গভর্নর নয়িোগ করছেলিনে। তখন তনিি বললনে: উপত্যকাবাসীর দায়ত্বিে কাকে রখেে এসছে? নাফে’ বললনে: ইবনে আবযাক।ে তনিি বললনে: ইবনে আবযা ক?ে নাফে’ বললনে: আমাদরে জনকৈ আযাদকৃত দাস। তনিি বললনে: তুমি তাদরে দায়ত্বিে একজন আযাদকৃত দাসকে রখেে আসল?ে নাফে’ বললনে: সে কতিাবুল্লাহ্র (কুরআনরে) ক্বারী এবং ফরায়যেরে (পরত্যিক্ত সম্পত্তি বণ্টন জ্ঞানরে) আলমে।

তখন উমর (রাঃ) বললনে: নশ্চিয় তোমাদরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: নশ্চিয় আল্লাহ্ এই কতিাবরে

মাধ্যমে কিছু লোককে মর্যাদাবান করেন এবং কিছু লোককে অপদস্ত করেন।[সহিহ মুসলিম (৮১৭)]

সারকথা হলো: কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সম্পৃক্ত ব্যক্তির জন্য সম্মান ও মর্যাদাকর; সেটা লিখনগত, লিপিগত, উচ্চারণগত, মুখস্তগত, তেলাওয়াতগত, জ্ঞানগত বা আমলগত যেই ধরণের সম্পৃক্ততা হোক না কেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে যে কোন ধরণের সম্পর্ক তৈরী করা ও তাতে নিয়োজিত হওয়া সম্পর্ককারী ব্যক্তির জন্য সম্মানজনক এবং সম্পর্কের অনুপাতে উভয় জাহানে তার জন্য মর্যাদাবৃদ্ধিকর। আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক জিনিসের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

কুরআন মক্কাতে নাযিল হওয়া সম্মানিত শহর মক্কার জন্য সম্মানের, রমযানে কুরআন নাযিল হওয়া রমযানের জন্য সম্মানের, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে কুরআন নাযিল হওয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সম্মানের, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং আসমান থেকে, রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে কুরআন বহন করা বহনকারী ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহিস সালামের জন্য সম্মানের— এ বিষয়গুলোতে আমাদের আপত্তির কিছু নেই। যেহেতু কুরআন সম্মানিত বাণী এবং রাব্বুল আলামীনের বাণী!!

কিন্তু এ কথা বলা ভুল যে, এগুলোই সম্মানের একমাত্র কারণ কিংবা সম্মানকে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা; সে সীমাবদ্ধ করণের যুক্তি যাই হোক না কেন। এটি ইলম ছাড়া আল্লাহ্‌র নামে কথা বলার পর্যায়ভুক্ত এবং এটি কৃত্রিমতা; যার কোন প্রয়োজন নেই।

বরং পূর্বোক্ত প্রতিটি বিষয়ের মর্যাদার সূচনা কুরআন নাযিল থেকে এমন ধারণা করাটা ভুল। কেননা কুরআন নাযিলের আগে থেকেই জিব্রাইল আলাইহিস সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা ও নবীদের কাছে রাব্বুল আলামীনের দূত।

মক্কা আল্লাহ্‌র হারাম (সম্মানিত/নিষিদ্ধ) নগরী। যে নগরীকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হারাম ঘোষণা করেছেন। এই নগরীর মর্যাদা কুরআন নাযিলের আগে থেকেই সাব্যস্ত।

আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: আদম সন্তানের নেতা এবং নবীদের সীলমোহর (খাতামুন্নাবিয়্যীন) তখন থেকে যখন আদম আলাইহিস সালাম কাদামাটি ছিলেন।

ইতিপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে এর ভিত্তিতে সর্বোচ্চ যা বলা যায় তা হলো: আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া সম্পৃক্ত ব্যক্তির মর্যাদার অন্যতম একটি কারণ।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।